কলকাতা হাইকোর্ট
(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার)

উপস্থিতিঃ

মাননীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০০৯ সালের সিআরআর ৩০৩০

ড. সতীন্দর পাল সিং বক্সী

@ড. সানি বক্সী

@ড. এস. পি. এস. বক্সী ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী শেখর কুমার বসু, বরিষ্ঠ উকিল
	শ্রী এস. মিত্তার, উকিল
	শ্রী কে. বাপুলি, উকিল
রাজ্যের জন্য	: শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, উকিল
	শ্রী প্রতীক বসু, উকিল
শুনানি শেষ হয়েছে	: ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩
রায়	**: ১৩ অক্টোবর, ২০২৩**

<u>সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, বিচারপতিঃ</u>

১. বিবেচনাধীন এই আবেদনটি ধারা 18(a)(i), 18(a)(iii), 18(b) 18(c) ধারা 17, 17A, 17B এবং বিধি 106-A এর সাথে পঠিত এবং ধারা 18A ধারা 24 এর সাথে পঠিত এবং ধারা 1940 এর ড্রাগস এবং কসমেটিক্স আইনের 27 এবং 28 এবং শেক্সপিয়ার সরণি পি.এস. মামলা নং 128 তারিখ 20 এপ্রিল 2005 থেকে উদ্ভূত নিয়মাবলীর অধীনে শাস্তিযোগ্য ধারা 18(a)(iii), 18(b) 18(c) লঙ্ঘনের জন্য মামলা নং C/10949/05 এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে। মামলা নং ৯৩২/২০০৫, বিজ্ঞ ১২তম মেট্রোপলিটন আদালত ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতার সামনে বিচারাধীন, ১৮ই মে ২০০৯ তারিখের আদেশের সাথে বিজ্ঞ ১২তম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক মামলা নং –

সি/১০৯৪৯/০৫ তে দেওয়া আদেশটি যুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আবেদনকারীদের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৪৫(২) এর অধীনে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

২. সংক্ষেপে বলা হয়েছে, আবেদনকারী নং ১ ডাঃ সতীন্দর পাল সিং বকশী @ডাঃ সানি বকশী @ডাঃ ৮. পি. এস. বকশী একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার যিনি স্থানীয় এলাকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি অনুশীলনকারীদের দ্বারা পরিচালিত দেশে বেশ কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক চালান। মেসার্স বাকসনের হোমিওপ্যাথি সেন্টার ফর অ্যালার্জি কলকাতায় এমনই একটি ক্লিনিক, যা আবেদনকারী নং ১ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ক্লিনিকটি ডাঃ কুন্তল মুখার্জি সহ নিবন্ধিত হোমিওপ্যাথি অনুশীলনকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

৩০. ২০শে এপ্রিল, ২০০৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকদ্রব্য বিভাগের সিনিয়র ইন্সপেক্টর গোবিন্দ লাল ভট্টাচার্জী শেক্সপিয়ার সরনী পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে জানান যে, ২০শে এপ্রিল, ২০০৫-এ বেলা ৩টার দিকে তিনি শ্রী এ. কে. রায়, ডেপুটি ডিরেক্টর, ড্রাগ কন্ট্রোল, ডঃ এস. সি. দে, সহকারী ডিরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোল এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে ৩১-এর ২ টি. এম. ৪ তলায় অবস্থিত প্রাঙ্গণে গিয়েছিলেন, মেসার্স বাকসনের হোমিওপ্যাথিক সেন্টার ফর অ্যালার্জির শেক্সপিয়ার সরণী তদন্তের জন্য। তদন্ত চলাকালীন উপস্থিত ব্যক্তিকে নগদ স্মারকলিপির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিক্রি ও উৎপাদন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথি জমা দিতে বলা হয়েছিল। এ ছাড়া দেখা গেছে যে, উৎপাদন লাইসেন্স ছাড়াই কোম্পানিটি ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত এবং লেবেলবিহীন ওষুধ তৈরি করছিল। ওষুধের ফোস্কা প্যাকিংয়ের যন্ত্রের সাথে খালি স্ট্রিপ সহ সঠিক লেবেলিং ছাড়া ওষুধের বিশাল ব্লক পাওয়া গেছে। আরও অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে স্ট্রিপগুলিতে

ট্যাবলেট এবং ওষুধের বোতলে লেবেলযুক্ত বিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ না থাকায় লেবেলগুলি সঠিকভাবে বহন করে না। এটি আরও প্রদর্শিত হয়েছিল যে ওষুধগুলি জাল ছিল। পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে নমুনাগুলি আঁকা হয়েছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে শেক্সপিয়ার সরণি পি. এস. কেস নং ১২৮ তারিখ ২০% এপ্রিল ২০০৫ ড্রাগ এবং কসমেটিক্স আইন, ১৯৪০ এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৪. যাইহোক, শেক্সপিয়ার পুলিশ স্টেশন দ্বারা একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার পরে, ২০০৫ সালের ১৬ই নভেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ড্রাগ ইন্সপেক্টর কৃষ্ণঙ্গো ভট্টাচার্য ডঃ অর্ণব সরকার, মেসার্স বাকসনের হোমিওপ্যাথিক সেন্টার এবং আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ১২তম আদালতে অভিযোগের একটি পিটিশন দায়ের করেন, যা সি/১০৯৪৯/০৫ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৫. ২০০৫ সালের ২৩শে নভেম্বর, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি আমলে নিয়ে খুশি হন এবং পুলিশ তদন্ত চলাকালীন সংগৃহীত নথিগুলিকে ট্যাগ করতে পেরে আরও খুশি হন। তদন্ত চলাকালীন, সরকারী বিশ্লেষকের প্রতিবেদনটি ২০০৫ সালের ২০৮শে জুন আবেদনকারীদের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং সেই নোটিশের জবাবে, আবেদনকারীরা ২০০৫ সালের ৯ই জুলাই ডঃ অর্ণব সরকারের মাধ্যমে ড্রাগ ইন্সপেক্টর, ড্রাগ কন্ট্রোল ডিরেক্টরেটের কাছে, আইনের ২৫ (৩) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, বাজেয়াপ্ত ওষুধগুলি কেন্দ্রীয় ড্রাগ ল্যাবরেটরি দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেন। উক্ত আবেদনটি ২০০৫ সালের ১১ই জুলাই ড্রাগ ইন্সপেক্টরের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় ওষুধ গবেষণাগার দ্বারা উক্ত নিবন্ধটির পরীক্ষার জন্য আইনের উক্ত বিধিবদ্ধ বিধান মেনে চলার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি।

আবেদনকারী বলেছেন যে আইনের অধীনে প্রণীত নিয়ম ১২৩-এ ওষুধ ও প্রসাধনীগুলির উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ সম্পর্কিত আইনের ৪র্থ অধ্যায়ের আওতা থেকে তফসিল কে-তে নির্দিষ্ট ওষুধগুলিকে ছাড়ের বিধান রয়েছে। নিয়মের তফসিল কে-এর ৩১ নং ধারাটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাথে সম্পর্কিত এবং তাই, নিবন্ধিত হোমিওপ্যাথি অনুশীলনকারী দ্বারা হোমিওপ্যাথি ওষুধ সরবরাহ করা উক্ত আইনের অর্থের মধ্যে অপরাধের সমতুল্য হতে পারে না।

৬. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ সিনিয়র কাউন্সেল শেখর কুমার বসু, ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্টের ধারা ৩২-এর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জমা দিয়েছেন যে বর্তমান ক্ষেত্রে পুলিশকে ওষুধের বরিষ্ঠ ইন্সপেক্টর এবং শেক্সপিয়ার সরনি পি. এস. দ্বারা অবহিত করা হয়েছিল। ২০০৫ সালের ২০শে এপ্রিল ১২৮ নম্বর মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশ তদন্ত করে যা ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স আইন, ১৯৪০-এর ৩২ ধারার অধীনে নির্ধারিত আইনের পরিপন্থী। তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য শ্রী বসু ***ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম অশোক কুমার শর্মা*** মামলায় (২০২৩) ১ এস. সি. সি. ক্রি ৫৬৫-এ বর্ণিত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। উক্ত রায়ে মাননীয় শীর্ষ আদালত বলেছে যে মাদক ও প্রসাধনী আইনের ৪র্থ অধ্যায়ের অধীনে আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে, আইনের ৩২ নম্বর ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আই. ডি. ১-এর পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে, পুলিশ আধিকারিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না এবং কেবলমাত্র আইনের ৩২ ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিরা অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন। এছাড়াও, বলা হয়েছে যে অভিযোগকারী ড্রাগস এবং প্রসাধনী আইন, ১৯৪০ এর ধারা ২৫(৩) এর বিধান মানতে অস্বীকার করেছেন এবং এর ফলে আবেদনকারীদের জন বিশ্লেষকের রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং সরকারী বিশ্লেষকের

এমন রিপোর্টের প্রমাণমূল্য খণ্ডন করতে সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন, যদিও ২১ দিনের মধ্যে সংস্থার পক্ষে ড. অর্ণব সরকার ড্রাগ কন্ট্রোলারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

৭. ধারা ৩২ এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী বলেঃ-

"৩২. অপরাধের স্বীকৃতি এবং পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার- (১) এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য সমস্ত অপরাধ বিচারযোগ্য হবে এবং অ-জামিনযোগ্য।

(২) পুলিশের উপ-পরিদর্শকের পদমর্যাদার নীচে নয় এমন যেকোনো পুলিশ কর্মকর্তা, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ করা হয়েছে বা এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য যেকোনো অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে, তিনি পরোয়ানা ছাড়াই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন। [১৯৭৩ সালের ডব্লিউ.বি. আইন ৪২, ধারা ৫]

অতএব, উপরোক্ত আইনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, যা ২০০৯ সালের ১০ই আগস্ট থেকে কেন্দ্রীয় সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়া পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

৮. অতএব, উক্ত সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে না থাকা পুলিশ অফিসার বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘনের জন্য পরোয়ানা ছাড়াই যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। অতএব, বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের অভিযোগের আবেদনের ভিত্তিতে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার কোনও কারণ ছিল না, যা পরে পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার পরে এবং তদন্ত শুরু করার পরে দায়ের করা হয়েছিল।

৯. ওষুধ ও প্রসাধনী আইন, ১৯৪০-এর ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ-

"২৫ ধারা ওষুধ ও প্রসাধনী আইন, ১৯৪০

২৫ সরকারি বিশ্লেষকদের প্রতিবেদন-

(১) সরকারী বিশ্লেষক যার কাছে ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য ১১৬ [বা প্রসাধনী] এর

একটি নমুনা জমা দেওয়া হয়েছে, তাকে নির্ধারিত ফর্মে তিন প্রতিলিপিতে একটি স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন জমা দিয়ে পরিদর্শকের কাছে সরবরাহ করতে হবে।

(২) যে ব্যক্তির কাছ থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পরিদর্শক প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করবেন, যার নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ ১৮এ ধারার অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে, এবং তৃতীয় অনুলিপিটি নমুনা সম্পর্কিত যে কোনও প্রসিকিউশনে ব্যবহারের জন্য রাখবেন।

(৩) এই অধ্যায়ের অধীনে কোনও সরকারি বিশ্লেষকের স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন বলে মনে করা যে কোনও নথি তাতে বর্ণিত তথ্যের প্রমাণ হবে এবং এই ধরনের প্রমাণ চূড়ান্ত হবে যদি না যে ব্যক্তির কাছ থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছিল সেই ব্যক্তির জন্য যার নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ আই ১৮ এ/এর অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে, প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি প্রাপ্তির আটচল্লিশ দিনের মধ্যে পরিদর্শক বা আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয় যার সামনে নমুনা সম্পর্কিত কোনও কার্যধারা মুলতুবি রয়েছে যে তিনি প্রতিবেদনের বিতর্কে প্রমাণ পেশ করতে চান।

(৪) যদি নমুনাটি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ওষুধ গবেষণাগারে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ না করা হয়, যেখানে কোনও ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোনও সরকারী বিশ্লেষকের প্রতিবেদনের বিতর্কে সাক্ষ্য উপস্থাপনের অভিপ্রায়কে অবহিত করে থাকেন, তবে আদালত অভিযোগকারী বা অভিযুক্তের অনুরোধে তার নিজস্ব গতিতে বা তার বিবেচনার ভিত্তিতে ২৩ ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রস্তুত করা ওষুধের নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য উক্ত পরীক্ষাগারে পাঠাতে পারে, যা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করবে এবং কেন্দ্রীয় ওষুধ পরীক্ষাগারের পরিচালকের দ্বারা বা তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে স্বাক্ষরিত লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং এই প্রতিবেদনটি তাতে বর্ণিত তথ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ হবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরি দ্বারা করা একটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের খরচ অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত দ্বারা প্রদান করা হবে যেমন আদালত নির্দেশ করবে।

১০. উক্ত আইনের উপ-ধারা ৩ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে সরকারী বিশ্লেষকের রিপোর্টে উল্লিখিত তথ্যগুলি প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে, যা সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি না সেই ব্যক্তি, যার

কাছ থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছে বা যার নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ ধারা ১৮-এ এর অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে, রিপোর্টের একটি কপি পাওয়ার ২৮ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে পরিদর্শক বা আদালতকে জানান যে তিনি রিপোর্টের বিরোধিতায় সাক্ষ্য প্রদান করতে চান। সেই ক্ষেত্রে আবেদনকারী সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরির পরিচালক দ্বারা নমুনা পরীক্ষা করার সুযোগ পেতেন।

১১. ২০০৫ সালের ৯ই জুলাই অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী বাকসনের হোমিওপ্যাথিক সেন্টার ফর অ্যালার্জি হিসাবে ডঃ অর্ণব সরকারের লেখা চিঠির সংযুক্তি পি৩-এর অনুলিপির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "তবে, সরকারী বিশ্লেষকের প্রতিবেদনটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ বিতর্কিত যৌগিক ওষুধে প্রিডনিসোলোনযুক্ত কোনও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যুক্ত করা হয়নি এবং এটি সকলের কাছে জানা যায় যে গ্লোবুলগুলিতে উপস্থিত ল্যাকটোজ স্টেরয়েডের জন্য মিথ্যা পরীক্ষা দেয়। অ্যাপেলেট ল্যাব থেকে এইচপিএলসি বা এইচপিটিএলসি পদ্ধতি দ্বারা ওষুধটি পুনরায় পরীক্ষা করা উচিত। সত্য নিশ্চিত করার জন্য ফাঁকা গ্লোবুলগুলিতেও পরীক্ষা করা উচিত।"

১২. আমার বিনীত মতামতে, এই চিঠিটি নির্ধারিত ২৮ দিনের মধ্যে লেখা হয়েছিল, যা সরকারি বিশ্লেষকের প্রতিবেদনের যথার্থতাকে বিতর্কিত করে কিন্তু পুনঃপরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়নি এবং এইভাবে আবেদনকারী আইনের ধারা ২৫ এর অধীনে প্রদত্ত মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা লাভজনকভাবে **মেসার্স মেডিকামেন বায়োটেক লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম রুবিনা বোস, ড্রাগ ইন্সপেক্টর** মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করতে পারি যেখানে এআইআর ২০০৮ এসসি ১৯৩৯ এ এটি আদেশ হয়: -

"১০.....আমরা দেখতে পাই যে অভিযোগটি কেন ওষুধের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় এক মাস আগে দায়ের করা হয়েছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই এবং স্বীকার্যভাবে অভিযোগ দায়ের করার সাথে অভিযুক্তের আদালতের নোটিসে সাড়া দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই, যেগুলি অভিযোগ দায়ের করার পর আদালত থেকে ইস্যু করা হত। তেমনই, আমরা লক্ষ্য করি যে, ঔষধের পুনঃপরীক্ষার অনুরোধগুলি আপিলকারী দ্বারা আগস্ট/সেপ্টেম্বর ২০০১-এ করা হয়েছিল, যা উপরে দেওয়া তথ্য থেকে স্পষ্ট এবং এর আগে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বা চতুর্থ নমুনা সময়ের মধ্যে পুনঃপরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়নি এর কোনো কারণ নেই। অতএব, আমরা এই অভিমতের যে মামলার তথ্যগুলি নির্দেশ করে যে আপীলকারীদের আইনের ধারা ২৫(৩) এবং ২৫(৪) এর অধীনে একটি মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে যা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করতে হবে।"

১৩. রেকর্ড পর্যালোচনার পর, আমি দেখতে পাই যে পুলিশ তদন্তের পরে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং আইনের ৩২ ধারার অধীনে ড্রাগ কন্ট্রোলারের ডিরেক্টর, ড্রাগ ইন্সপেক্টরের দ্বারাও অভিযোগের আবেদন দায়ের করা হয়েছিল এবং ট্রায়াল কোর্ট পুলিশের জমা দেওয়া প্রতিবেদনের উপর অভিযোগের আবেদনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং মামলাটি এখন ২০০৫ সালের ১০৯৪৯ নম্বর অভিযোগ মামলা হিসাবে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন রয়েছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আইনের ৩২ ধারা (ডাব্লুবি সংশোধনী) লঙ্ঘনের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারতেন না।

১৪. এই পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের সামনে বিচারাধীন কার্যধারা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার প্রকাশ করে এবং তাই এটি বাতিল করা উচিত, যা আমি সেই অনুযায়ী করি।

১৫. এই রায়ের একটি অনুলিপি তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হোক।

১৬. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal